প্রসঙ্গ NRC

কিছু জরুরি কথা

এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স NRC বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) নিয়ে তোলপাড় আসাম, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশ। বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ, বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে বিভিন্নভাবে বিদ্ধ করে চলেছে এই NRC নামক শব্দটি। ঘরে ঘরে উদ্‌বেগ আর দুর্ভাবনায় তোলপাড় হচ্ছে মানুষ।

বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে NRC দেশের অন্যত্রও হবে, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বা দেশের অন্যত্র NRC হবে — এমন কোনো ঘোষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গে NRC যদি শুরু হয়, তাহলে কী হবে, সেটা আমরা কেউ কিছু জানি না। কাজেই কোন ধরনের নথি বা কাগজপত্র লাগবে — এই কথা বলার মতো জায়গায় আমরা কেউই নেই। আসামে NRC প্রক্রিয়ায় যে সব নথি লেগেছিল, সেইরকম নথিই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এইরকম কোনো কথা আগ বাড়িয়ে বলা যায় না।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা আসামের কথা শুনছি। ভারতে নাগরিক পঞ্জিকরণ শুধুমাত্র এখনকার ব্যাপার নয়। **NRC প্রথম করা হয়েছিল ১৯৫১ সালে।** অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প পরে। ১৯৫১ সালের জনগণনার ওপর ভিত্তি করে এই NRC হয়েছিল। কিন্তু এই নাগরিক পঞ্জিকরণ নিয়ে তেমন শোরগোল পড়েনি। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। শুধু তো স্বাধীনতা না, দেশটা ভাগও হল। তার সঙ্গে এল শরণার্থী সমস্যা। এমনিতেই দরিদ্র দেশ, দেশবাসীর তখন কোনোরকমে একটু দাঁড়াতে পারার কঠিন সংগ্রাম। ওই ১৯৫১

সালেই দেশটাকে নতুন করে তৈরি করার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে। সেটা নিয়ে একটা হইচই হচ্ছে। তা একটা আশার কথা নিয়ে আসছে সবার মনে। অথচ নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মানুষ বিতর্ক করছে, কথা বলছে, এটা তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায়নি। ওটা নিয়ে কোনো ভীতির সঞ্চার হয়েছিল বা উত্তেজনা হয়েছিল বলেও মনে হয় না। আজকে এটা নিয়ে একটা উদ্‌বেগ আছে, আমরা সকলে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আছি। কিন্তু কী যে করতে হবে আমাদের, তা আমরা কেউ জানি না। ১৯৫১–র নাগরিকপঞ্জি মোটামুটি চাপাই ছিল, ঠান্ডা ঘরে। তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করা হয়নি।

আসামে NRC–র কথাটা কীভাবে উঠেছিল

নাগরিক পঞ্জি কথাটা মাঝে মাঝে দু–একবার উঠেছে। ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার একবার আসাম সরকারকে নাগরিক পঞ্জি তৈরি করতে বলেছিল। সমস্ত নাগরিককে ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ড অর্থাৎ ভারতের নাগরিক হিসেবে একটা কার্ড দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরের বছর ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার আসাম সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই প্রক্রিয়া বাতিল করল। তারা বলল, যতদূর বুঝতে পারা যাচ্ছে, কাজটা বাস্তবসম্মতভাবে পেরে ওঠা বেশ শক্ত। বড়ো করে আসামের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটা আবার দেখা দিল যখন অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অসম গণ সংগ্রাম পরিষদ–এর নেতৃত্বে আসামে একটা আন্দোলন শুরু হল। সেই আন্দোলন বেশ বড়ো চেহারা নিল। সেটা ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ এই পাঁচ–ছয় বছর ধরে ভারতের রাজনীতিতে চলে এবং ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের একটা চুক্তি হয়। ওই চুক্তির সঙ্গে সেই আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। ওই চুক্তির মধ্যে এই কথাটা আবার ফিরে এল — আসামে একটা ভালো করে নাগরিক পঞ্জি তৈরি করা হোক। বারবার আসামের পরিপ্রেক্ষিতেই নাগরিক পঞ্জিকরণের কথাটা উঠছে এবং এই মুহূর্তে আমরা ৩১ আগস্ট ২০১৯ যে NRC বা নাগরিক পঞ্জির

চূড়ান্ত তালিকা পেলাম, যদিও সেটা পুরোপুরি চূড়ান্ত নয়, আরও বদল হবে— সেটাও কিন্তু আসামেরই ঘটনা। তাহলে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করা দরকার, কেন আসামের জন্যই বারবার কথাটা উঠছে? তার উত্তরটা আমাদের ইংরেজ আমলের পুরোনো ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

বার্মার হাত থেকে আসামের দখল পায় ইংরেজরা ১৮২৬ সাল নাগাদ। তখন ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। তখনও ভারত সরকার বা মহারানির রাজত্ব শুরু হয়নি। এই সময়ে আসাম ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কিছু অঞ্চল বার্মা থেকে ইংরেজদের হাতে এল। ওই সময় আসামে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে প্রচুর লোক, বিশেষ করে বঙ্গদেশ থেকে প্রচুর লোক আসামে যায়, বসবাস করে, কাজকর্ম করে, জমিজমা কেনে। তার এক লম্বা ইতিহাস আছে। ফলে অসমীয়া নয় এমন বহু মানুষ আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এইভাবে আসামের জনচিত্রটা দাঁড়িয়ে গেল একটু মিশ্রিত। ওখানে অন-অসমীয়া জনসংখ্যা এত বেশি তাতে দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনেক রকমের টানাপোড়েন হয়, দ্বিধা-সংশয় তৈরি হয়, চাপানউতোর তৈরি হয়। আসামের জনজীবন এই মিশ্রিত জনপরিসরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। একই রকম বিষয় ভারতের অন্যত্রও ওই মাত্রায় ঘটেছে — এই রকম মনে করবার কোনো কারণ নেই। কাজেই আসামে NRC আসামের বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এটাকে গুলিয়ে ফেলা মোটেই ঠিক হবে না।

১৯৮৫ সালের অসম চুক্তি অনুসারে ১৯৮৬ সালে নাগরিকত্ব আইনে বদল এনে আসামের নাগরিকদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয় যা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-তে ৬এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নতুন ধারায় বলা হয় যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূত (যাদের বাবা বা মা অথবা ঠাকুরদা বা ঠাকুমার কেউ অবিভক্ত ভারতে জন্মেছে) ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারির আগে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে বিবেচ্য হবে। যারা ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যে ভারতে এসে সাধারণ বাসিন্দা হিসেবে রয়ে গিয়েছে, তারা বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার

১০ বছর পর ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে। অন্তর্বর্তী সময়ে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না, কিন্তু তারা সাধারণ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে।

এই ৬এ ধারার ভিত্তিতে আসামে NRC প্রস্তুত হয়েছে। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

৩১ আগস্ট ২০১৯-এ প্রকাশিত আসামের NRC তালিকা কতখানি চূড়ান্ত?

এবছর ৩১ আগস্ট আসামে নাগরিক পঞ্জির 'চূড়ান্ত' তালিকা বের হয়। এই তালিকায় নাম নেই এইরকম মানুষের সংখ্যা ১৯,০৬,৬৫৭ অর্থাৎ উনিশ লক্ষের একটু বেশি। তবে এই তালিকাও চূড়ান্ত নয়। তালিকাচ্যুত কোনো ব্যক্তি ১২০ দিনের মধ্যে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে আবেদন করতে পারবে। আসাম সরকার বলেছে যে NRC তালিকায় নাম নেই এইরকম কোনো মানুষকে কোনো অবস্থাতেই আটক করা হবে না, যতক্ষণ না ট্রাইব্যুনাল তাদের বিদেশি হিসাবে ঘোষণা করছে। যদি কেউ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে গুয়াহাটি হাইকোর্ট এমনকী সুপ্রিম কোর্টের কাছেও যেতে পারে। হায়দ্রাবাদের নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং দেশের একজন সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ফয়জান মুস্তাফার মতে NRC-র তালিকাচ্যুত মানুষের সংখ্যা নেমে আসবে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখের মধ্যে এবং এটা সম্পন্ন হতে আরও তিন থেকে পাঁচ বছর লেগে যাবে।

প্রচার হচ্ছে NRC আসছে, নথিপত্র গুছাও!

এই রকম সময়ে কথা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে ভারতের অন্য রাজ্যেও NRC হবে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গেও হবে। এই যে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে হবে, এই কথাটার একটা তাৎপর্য এই যে আসামে যে অর্থে শরণার্থী সমস্যা,

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরেকার পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের চেহারার জন্য আসামে যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গেই বা হবে না কেন? আসামে ১৯৭১–এর ২৪ মার্চ মধ্যরাত, এই তারিখটা ওখানে একটা কাট–অফ তারিখ হিসেবে ঠিক হয়েছে, সেটা হওয়া কতটা সঙ্গত, সেটা হওয়া কতটা সংবিধানসম্মত, এ নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। আলোচনা হচ্ছে, সাংবাদিকদের কথাবার্তা হচ্ছে, আইনজ্ঞদের কথাবার্তা হচ্ছে। এ নিয়ে আমরা তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। আইনত সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের। আমরা যে কথাটা বলতে পারি, ভারতের সংবিধান নাগরিক হিসেবে কাদের মনে করে? কাদের স্বীকৃতি দেয়? আজকে সবার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা আসছে, আমি যে নাগরিক তার আমি কী প্রমাণ দেব আর সরকারই বা কী চাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই, কারোর কাছেই নেই। কারণ সরকার এ সম্বন্ধে কোনো ঘোষণা এখনও করেনি। অর্থাৎ প্রশাসনের তরফে যতক্ষণ না বলা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে অমুক দিন থেকে NRC–র কাজ হবে, তার জন্য এই এই নথিপত্র লাগবে, তার আগে পর্যন্ত আমাদের কারো কিছু বলার জায়গা নেই। সেটা হবে গুজবের কথা, অনুমানের কথা, তাতে কিন্তু উদ্‌বেগ বাড়বে, টেনশন বাড়বে, কোনো কাজের কাজ হবে না।

তবে মানুষের উদ্‌বেগ একেবারে অমূলক নয়। আসামের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা স্তম্ভিত। ১৯৮৫ সালে অসম গণ পরিষদ ওই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে 'বিদেশি' চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে। পুলিশ ২,৮৭,৬২৫ জনের নাম 'বিদেশি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ট্রাইব্যুনালে বিচারের পর ৮৬৯৪ জনকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরা ছিল অনেকেই অতি–দরিদ্র এবং লেখাপড়া না জানা মানুষ যারা ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হতে পারেনি। এরপর ১৯৯৭ সালে নির্বাচন কমিশন আসামের ভোটার তালিকায় কিছু লোকের নামের আগে 'ডি' (doubtful) জুড়ে দেয়। পরে এই ডি–ভোটারদের নির্বাচনে দাঁড়ানো এবং ভোটাধিকার বাতিল করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত ভোটার লিস্টে ২,৪৪,১৪৪ জনের নাম ডি–ভোটার হিসেবে ছিল। এদের মধ্যে ২০,৫৭৮ জনকে বিদেশি নাগরিক ঘোষণা করা

হয়েছে। এই মানুষদের জন্য আসামে ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। সংক্ষেপে, এখানে বন্দিদের অবস্থা দুর্বিষহ।

এইসব খবর যখন নানাভাবে এরাজ্যে এবং অন্যত্র পৌঁছায়, তখন একটা আতঙ্ক জনমনে দানা বেঁধে ওঠে।

দেশের সংবিধান এবং নাগরিকত্ব আইন কী বলছে?

ভারতের সংবিধান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধানে ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংবিধানে মোট ২২টি অধ্যায় রয়েছে। সংবিধানের পৃথক পৃথক অধ্যায়গুলি 'পার্ট' নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি অধ্যায় বা পার্টে আইনের এক একটি ক্ষেত্র আলোচিত হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আইন হওয়ার দরুন, ভারত সরকার বা যে কোনো রাজ্য সরকার প্রবর্তিত প্রতিটি আইনকে সংবিধান–অনুসারী হতে হয়।

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পার্ট ২) নাগরিকত্বের প্রশ্নে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে ৫ নম্বর থেকে ১১ নম্বর — এই সাতটি ধারা বা আর্টিকল। এই ধারাগুলোতে কারা নাগরিকত্বের আওতায় পড়বে তার বিভিন্ন ভাগ স্থির করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এই ধারাগুলো সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিন থেকেই, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর থেকেই কার্যকর হয়; যদিও সংবিধানের অন্যান্য অধ্যায় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। ১১ নম্বর ধারা সংসদকে নাগরিকত্ব আইন তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এই ক্ষমতা বলে সংসদ ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন পাস করে। এর পর থেকে ভারতের নাগরিক কারা, তা 'নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫' দ্বারা আইনত নির্দেশিত হয়। ১৯৮৬, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০১৫ সালে সংসদ এই আইনের কিছু সংশোধন করে। খেয়ালে রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেকটি সংশোধনীর

কার্যকর হওয়ার একটি তারিখ থাকে যা সর্বক্ষেত্রে সংশোধনী বিল আনার তারিখের পর থেকেই প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ কোনো সংশোধনীই তার কার্যকর হওয়ার তারিখের আগের সময়কালে প্রযুক্ত আইনকে বাতিল করতে পারে না।

নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০–এর পর থেকে ভারতের নাগরিক কারা, তা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ (সংশোধনী সহ)–এ এইভাবে ঠিক হয়েছে :

২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ৩০ জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত

যারা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি বা তার পর থেকে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ভারতে জন্মেছে, তারা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে।

১ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত (১৯৮৬ সালের সংশোধনী)

যারা ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই বা তার পর থেকে ২০০৪ সালের ৪ ডিসেম্বরের আগে জন্মেছে তারা ভারতে জন্মালেও, তারা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে যদি তাদের জন্মকালীন সময়ে তাদের বাবা বা মা ভারতীয় নাগরিক হন।

৪ ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে আজ পর্যন্ত (২০০৩ সালের সংশোধনী)

যারা ২০০৪ সালের ৪ ডিসেম্বর বা তার পর জন্মেছে, তাদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য হয় তাদের বাবা–মা উভয়কেই ভারতের নাগরিক হতে হবে বা যে কোনও একজনকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং অন্যজনকে বৈধ অভিবাসী (অর্থাৎ যিনি বৈধ নথিপত্র নিয়ে ভারতে এসেছেন) হতে হবে।

বেআইনি অনুপ্রবেশকারী — চিহ্নিত করো! আটক করো! দেশ থেকে বার করে দাও!

এই যে নাগরিক পঞ্জিকরণ, সোজাভাবে দেখলে, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ জিনিস। আমাদের দেশের নাগরিক কারা তা সংবিধানে বলা আছে। এখন এই নাগরিকদের একটা তালিকা যদি কোথাও থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারব কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয়। কিন্তু নেতা–মন্ত্রীরা যখন NRC করব বলে চিৎকার করেন, তখন তাঁরা নাগরিক পঞ্জিকরণকে সোজাভাবে দেখেন না। তাঁরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর উদ্দেশ্যে কথাটা বলেন। তাঁদের হিসাবে দেশ কোটি কোটি বেআইনি অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গেছে। তাঁরা দাবি করেছিলেন আসামে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আছে। **৩১ আগস্ট আসামে যে তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তাতে এই দাবি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়েছে।**

চিহ্নিত করো! আটক করো! দেশ থেকে বার করে দাও! এই আওয়াজের মধ্যে একটা হয়রানির অভিপ্রায় রয়েছে। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো মানুষ জানে যে নাগরিক মানেই যেমন সাধু নয়, আবার অ–নাগরিক মানেই চোর–ডাকাত–অপরাধী নয়। সুতরাং অ–নাগরিককে হেনস্তা করার মনোভাব থেকে আমাদের দূরে সরে আসা কর্তব্য।

বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত মানুষদের কী হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে একাংশ নেতা–মন্ত্রীরা চটজলদি জবাব দেবেন — ডিপোর্ট করব অর্থাৎ দেশ থেকে বার করে দেব। এর সোজা মানে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু বাংলাদেশ নেবে কেন? এই ডিপোর্ট করার বিষয়টা দু–দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হয়। এ যাবৎ খুব বড়ো জোর ভারত এই বোঝাপড়ার ভিত্তি মেনে আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষকেই বাংলাদেশে

পাঠাতে পেরেছে। সুতরাং ওই উত্তর ব্যবহারিকভাবে কার্যকর নয়। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষদের কিছু সময়কাল ভারতে কাটানোর পর ভারত সরকার যে তাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে, এর নজিরের অভাব নেই। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আগত চাকমা আর হাজংদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা এই মানুষদের ক্ষেত্রেও করা যায়।

NRC–র সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আদমসুমারি, ভোটার ভেরিফিকেশন আর ডিজিটাল রেশন কার্ডের মতো কর্মসূচি

পাড়ায় পাড়ায় NRC–র সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সরকারি অন্য কিছু প্রকল্প। মানুষ সরষের মধ্যে ভুত দেখছে! যেমন, এই মুহূর্তে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলছে ভোটার ভেরিফিকেশন কর্মসূচি (EVP)। এই কর্মসূচি প্রতি বছরই হয়। এবছর শোনা যাচ্ছে একটু বড়ো আকারে হবে। দেশের প্রায় ৯১ কোটি ভোটারের যাচাই করবে নির্বাচন কমিশন। অথচ সময়টা বেশ কম। কিছু মানুষ স্মার্ট ফোন হাতে অনলাইনে ভেরিফিকেশন সেরে নিচ্ছে। কর্তারাও চাইছে অনলাইনেই কাজটা হোক। কারণ এখনও বহু এলাকাতেই বুথ ভিত্তিতে যাদের দায়িত্ব সেই BLO–রা ভোটারদের কাছে আদৌ যায়নি। অনেকটা নোটবন্দি বা ডিমনিটাইজেশনের সময় যেমন মানুষকে ব্যাঙ্ক আর এটিএম–এর দিকে রাতারাতি ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, ক্যাশে ব্যাবসা–কাজকর্ম লাটে উঠেছিল, সেইরকম এখন অনলাইন ভোটার ভেরিফিকেশনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর NRC আতঙ্কে ভীত মানুষ ভাবছে, যদি আমি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাই! রেশনের ডিজিটাল কার্ডের জন্য আবেদনপত্র IIIU ফর্ম জোগাড় করতে লোকে এদিক–ওদিকে ছোটাছুটি করছে। নিরক্ষর মানুষের ওই ফর্ম ভরতে দালালরা ব্যাবসায় নেমে গেছে। ফর্ম জমা দিতে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আধার কার্ড সংশোধন আর আপডেট করতেও সেন্টারগুলোতে দালালদের রমরমা চলছে।

ওদিকে NRC নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে যে National Population Register NPR বা জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির কাজ শুরু করবে ১ এপ্রিল ২০২০–তে এবং তা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০–তে শেষ হবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই কাজ করা হয়। আমরা জানি না ১২৫ কোটি মানুষের দেশে এত দ্রুত এই কাজ কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে! আর কেনইবা এত হুড়োহুড়ি? তবে খেয়ালে রাখা ভালো যে লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের একটি আদমসুমারি বা জনগণনা হল NPR, যা প্রতি দশ বছর অন্তর হয়ে এসেছে এদেশে। **এটি কোনোভাবেই NRC নয়, এখানে কাউকে কোনো নথি দিতে হবে না।** এতে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত নানা তথ্য (যেমন, নাম, পরিবারের প্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক, জন্মের তারিখ ইত্যাদি) দিতে হবে। আগের সমস্ত আদমসুমারি থেকে এর একটা পার্থক্য — এখানে বায়োমেট্রিক ডেটা নেওয়া হবে, যেমন হয়েছিল আধার কার্ডের সময়। অথচ সুপ্রিম কোর্ট আধার–এর ক্ষেত্রে রায় দিয়েছিল যে বায়োমেট্রিক ডেটা নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

ভোটার কার্ড, আধার কার্ড কিংবা রেশন কার্ডে নাম, ঠিকানা ইত্যাদির বানান নিয়েও অনেক মানুষ দুশ্চিন্তা করছে। লেখাপড়া না জানা উদ্‌বিগ্ন মানুষ তা সংশোধনের জন্য দালালদের খপ্পরে পড়ছে এবং প্রচুর টাকা খরচ করে ফেলছে। অথচ আমাদের দেশে একক কোনো জাতীয় ভাষা নেই। সরকারি ভাষা ইংরেজি। একই নামের বাংলা, হিন্দি বা তামিল যে বানান, ইংরেজিতে তার একাধিক বানান হতে পারে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন বানান ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করলে তার জন্য কারও নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে না।

সরকারি সব কিছুর মধ্যে যেন NRC উঁকিঝুঁকি মারছে! তবু মনে রাখা দরকার, আদমসুমারি, ভোটার ভেরিফিকেশন বা ডিজিটাল রেশন কার্ড কোনো দয়ার দান নয়, এগুলো প্রত্যেকটাই সরকারের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব সরকারকেই সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে যাতে দেশের মানুষ কোনোভাবেই নাজেহাল না হয়। আমরা কিন্তু পদে পদে নাজেহাল হচ্ছি।

<u>পরিশিষ্ট ১</u>

ভারতের সংবিধানে নাগরিকত্ব

৫ নম্বর ধারা বা আর্টিকল
সংবিধানের সূচনাকালে নাগরিকত্ব আইন

ভারতের এলাকায় বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি ভারতের নাগরিক যদি —

(ক) সে ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকে; অথবা

(খ) তার বাবা বা মা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে; অথবা

(গ) সে এই সূচনাকালের অন্তত পাঁচ বছর আগে থেকে ভারতের বাসিন্দা।

৬ নম্বর ধারা বা আর্টিকল
পাকিস্তান থেকে ভারতে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসা ব্যক্তির নাগরিকতার অধিকার

পাকিস্তানভুক্ত এলাকা থেকে ভারতে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসা কোনো ব্যক্তি সংবিধানের সূচনাকালে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে যদি সে ১৯ জুলাই, ১৯৪৮–এর আগে ভারতে এসে থাকে এবং যদি সে ভারতে (ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ মোতাবেক, অর্থাৎ অবিভক্ত ভারত) জন্মগ্রহণ করে থাকে; অথবা তার বাবা বা মা অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকে বা তার দাদু বা দিদিমা বা ঠাকুরদা বা ঠাকুমা অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকে। উক্ত তারিখের পর এ দেশে প্রবেশ করলে তাদের নিজেদের নথিভুক্ত (রেজিস্টার) করতে হবে।

৭ নম্বর ধারা বা আর্টিকল

১৯৪৭ সালের ১ মার্চের পর যারা পাকিস্তান চলে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার পুনর্বাসন পারমিট (রিসেটলমেন্ট পারমিট) নিয়ে ফেরত এসেছে, তারাও নাগরিক বলে গণ্য হবে।

৮ নম্বর ধারা বা আর্টিকল

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তি যে ভারতের বাইরে বসবাস করে, যার বাবা বা মা অথবা ঠাকুরদা বা ঠাকুমার কেউ ভারতে জন্মেছে, সে দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নিজেকে নথিভুক্ত করতে পারে।

৯ নম্বর ধারা বা আর্টিকল

স্বেচ্ছায় কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করে থাকলে কোনো ব্যক্তি ধারা ৫–ক্রমে ভারতের নাগরিক হবে না বা ধারা ৬ ও ৮–ক্রমে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে না।

১০ নম্বর ধারা বা আর্টিকল
নাগরিকতার অধিকারের চলমানতা

ভারতের নাগরিক অথবা নাগরিকরূপে গণ্য সব ব্যক্তি, সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আইন সাপেক্ষে, নাগরিক থেকে যাবে।

১১ নম্বর ধারা বা আর্টিকল

উপরিউক্ত কোনো বিধানই নাগরিকতার প্রাপ্তি ও বিলোপ এবং নাগরিকতা সংক্রান্ত অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে কোনোরূপ বিধান তৈরিতে সংসদের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করবে না।

প্রথম আখতার হোসেন স্মারক বক্তৃতায়
মেটিয়াবুরুজ বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যা ছটায়
NRC বিষয়ে আলোচনায় বক্তৃতা করেন সৌরীন ভট্টাচার্য এবং সুরজিৎ ব্যানার্জি।
এই বক্তৃতার সারমর্ম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হল।
প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরি কথা এতে আলোচিত হয়েছে।
পাঠক এর প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন করতে চাইলে
নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

প্রকাশকাল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকাশক মন্থন সাময়িকী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা
কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ ০৩৩ ২৪৯১৩৬৬৬
ই-মেল **manthansamayiki@gmail.com**

মুদ্রণ প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য ৫ টাকা

“পশ্চিমবঙ্গে NRC প্রক্রিয়ার কোনো সরকারি ঘোষণা হয়নি। আসামে NRC প্রক্রিয়ায় যে সব নথি লেগেছিল, সেইরকম নথিই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এইরকম কোনো কথা আগ বাড়িয়ে বলা যায় না।”